MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
অনলাইন বুলেটি-৩
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র । জুন ২০২০

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ সকল নিবর্তনমূলক আইন বাতিল, গ্রেফতারকৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার দাবিবিরোধী দল-মত দমন, কুৎসা, মিথ্যা প্রচার বন্ধ কর

দেশের ক্রিয়াশীল বামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের যুক্ত বিবৃতি

বাংলাদেশের ক্রিয়াশীল বামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহ ১৩ মে ২০২০ সংবাদপত্রে দেয়া এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশে বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ প্রতিরোধে জনগণকে সম্পৃক্ত করে কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ যখন জরুরি তখন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী মত দমনে উদ্যত হয়েছে। ইতিমধ্যে ত্রাণ চুরি, মাস্ক, পিপিই'র দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশ ও মতামত প্রদানের কারণে গণবিরোধী ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে লেখক, সাংবাদিক, কার্টুনিস্ট, সামাজিক মাধ্যমে অভিমত প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে বিনা ওয়ারেন্টে ঘর থেকে তুলে নিয়েছে, গুম করেছে, কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। জনগণের কণ্ঠরোধ করার, বাক স্বাধীনতা হরণ করার নীতি গ্রহণ করেছে।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রথম থেকেই সরকার কোভিড-১৯ প্রতিরোধে জনগণকে সম্পৃক্ত করার নীতি গ্রহণ না করায়, একে এক ভয়াবহ দুর্যোগ পরিস্থিতি হিসেবে আমলে না নেয়ার ফলে যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। করোনা মোকাবিলায় যথাযথ প্রস্তুতি না থাকার পরও মানুষকে শুধু মৌখিক আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছে।

ফলে সমগ্র সমাজ আজ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে, গণতান্ত্রিক অধিকার লুপ্ত প্রায়। এমন পরিস্থিতিতে জনগণকে খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং চিকিৎসা সহায়তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব না দিয়ে বর্তমান শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের উপর ফ্যাসিবাদী শাসন গভীরতর করে চলেছে।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ নিবর্তনমূলক সকল আইন বাতিল, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতারকৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বলেন, বিরোধী মত ও বিরোধী দল দমন এবং সরকারি মদদে কুৎসা প্রচার অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ও বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সিপিবি সভাপতি কমরেড মুজাদিুল ইসলাম সেলিম, সাধারণ সম্পাদক কমরেড শাহ আলম, বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, বাসদ (মার্কসবাদী)'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জুনায়েদ সাকী, কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পদক কমরেড মোশরেফা মিশু, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক কমরেড হামিদুল হক, ৪ বাম সংগঠনের সমন্বয়ক ও জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সম্পাদক কমরেড ফয়জুল হাকিম লালা, জাতীয় গণফ্রন্টের সমন্বয়ক কমরেড টিপু বিশ্বাস, নয়া গণতান্ত্রিক গণমোর্চার সভাপতি কমরেড জাফর হোসেন, জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চের সভাপতি কমরেড মাসুদ খান, ওয়ার্কার্স পার্টি (মার্কসবাদী) সভাপতি কমরেড নূরুল হাসান, সাধারণ সম্পাদক কমরেড ইকবাল কবীর জাহিদ, বাম ঐক্য ফ্রন্টের সমন্বয়ক ও গণমুক্তি ইউনিয়নের আহ্বায়ক কমরেড নাসির উদ্দিন আহম্মেদ নাসু, বাসদ (মাহবুব)-র আহ্বায়ক সন্তোষ গুপ্ত, সমাজতান্ত্রিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক সরওয়ার মোর্শেদ, কমিউনিস্ট ইউনিয়নের আহ্বায়ক ইমাম গাজ্জালী।